প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

১লা অক্টোবর, ২০০৯

সম্প্রতি লালগড় আন্দোলন এবং পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে আমরা বিচলিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে - "এখন থেকে মাওবাদী বলতে আর শুধু জঙ্গি কার্যকলাপ নয়, জঙ্গিদের প্রতি মতাদর্শগত সমর্থনও বোঝাবে। ফলে যে সব বিশিষ্ট জন মাওবাদীদের রাজনৈতিক ভাবে সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও একই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে (২৮ সেপ্টেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকা)"।

যে কোনও প্রতিবাদ এবং গণআন্দোলনকে মাওবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে তার সাথে বুদ্ধিজীবীদের সংযুক্ত করার এই চক্রান্ত এবং আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সহ সমস্ত রকম দমন পীড়নের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই মন্তব্য কার্যত গণতান্ত্রিক আধিকারের উপর আক্রমণ, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন এবং অঘোষিত জরুরী অবস্থা কার্যকর করার সামিল, যা এমন কি জরুরী অবস্থা জারির পূর্বাভাসও হতে পারে। যে কোনও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা অতীতেও প্রতিবাদ করেছেন - বর্তমানে সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধীতা করছেন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির পুর্ণবাসন চাইছেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি বুদ্ধিজীবীদের উপর রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করে জনগণকে দুর্বল করার জন্যে- এ প্রক্রিয়া ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার নানা দেশে দেখা গেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই আক্রমণের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। নাশকতামূলক রাজনীতি আমরা সমর্থন করি না বরং সন্ত্রাসমূলক হিংসার তীব্র প্রতিবাদ করেই পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা সংগঠিত হয়ে উঠেছেন। আমাদের মতে বুদ্ধিজীবী সমাজ যে কোন দেশের সমাজের মর্মলোককে প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসনের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আমরা জনসাধারণকে সচেতন হতেও আহ্বান জানাই।

স্বাক্ষরঃ

মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, শুভাপ্রসন্ন, বিভাস চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, শাঁওলী মিত্র, যোগেন চৌধুরী, জয় গোস্বামী, ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, সমীর আইচ, অর্পিতা ঘোষ, প্রসূন ভৌমিক, অভিজিৎ মিত্র, তরুণ নস্কর, দিলীপ চক্রবর্তী, রূপশ্রী কাহালী, চৈতালী দত্ত, সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, মিরাতুন নাহার, নবারুণ ভট্টাচার্য্য, সুনন্দ সান্যাল, দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী, অভী দত্ত মজুমদার, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অরুণ বিশ্বাস, মেরুণা মুর্মু, অশোকেন্দু সেনগুপ্ত, মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ভাস্কর গুপ্ত, পার্থ জোয়ারদার, রবীন মজুমদার, দেবব্রত পান্ডা, পার্থ সারথী রায়, মিহির চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, শতরূপা সান্যাল, সুজাত ভদ্র প্রমুখ।